৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 MAR 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম

তহবিলের অভাবে মেহেরপুরে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মেহেরপুর জেলার সদর থানায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে। দাতা সংস্থা তহবিল বরাদ্দ না দেয়ায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি। এমন কি গ্রামীণ পাঠাগার চালুর জন্যও টাকা এসে পৌঁছেনি।

'৯৪-৯৬ পর্যন্ত জেলার ৬টি ইউনিয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে মোট ১৪ হাজার ৬শ' জন নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করা গেছে। এরপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে দাতা সংস্থা নোরাড আর তহবিল বরাদ্দ দেয়নি। সে জন্য অন্য ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্তি বা অতিরিক্ত শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা যায়নি। উক্ত সময়কালে বাগোয়ান, সোনাখালী, দারিয়াপুর, আমদহ, পিরোজপুর, আমঝুপি ইউনিয়নে শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়ে নারী-পুরুষ নিরক্ষরকে শিক্ষাদান করা হয়। ৯ মাস মেয়াদি ঐ শিক্ষা কোর্সের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে কর্তৃপক্ষের দাবি। কিন্তু অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দের আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

এছাড়া প্রকল্পভুক্ত এলাকায় যে ১০টি গ্রামীণ পাঠাগার ছিল তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বার বার লেখালেখির পর গ্রামীণ পাঠাগারগুলো চালুর উদ্যোগ নিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাজি হয়। '৯৭-এর প্রথম থেকে ঐ ১০টি গ্রামীণ পাঠাগার চালু করা হলেও অদ্যাবধি পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ানদের ভাতা বাবদ কোন টাকা পয়সা আসেনি। ফলে পাঠাগার কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়েছে। লাইব্রেরিয়ানদের মাসিক ভাতা মাত্র ৫শ' টাকা।

অবশ্য জেলার গাংনী থানায় প্রকল্প-১-এর অধীনে ৫ বছর মেয়াদি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ১৯৯৭ সালে গাংনী থানায় ১৮০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫ হাজার ৪শ' জনকে নিরক্ষরমুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে অতিরিক্ত ৩৬০টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে ১৪ হাজার ৮শ' নারী-পুরুষকে সাক্ষর করার লক্ষ্য নিয়ে। প্রকল্প-১-এর অধীনে সদর থানার বাদবাকি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, জেলায় এখনো নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ যার ৬০ ভাগই মহিলা।